



নতুন বই এখনো সেভাবে আসছে না

জাফর আহমেদ রাশেদ : মানুষ সবদিনই বেশি, কিন্তু কেনার লোক কম- একজন প্রকাশকের এই অভিযোগ সত্ত্বেও কমপক্ষে পাঁচজন বিক্রেতা স্বীকার করেছেন বিক্রি পাড়ছে। গতবারের মেলার সঙ্গে এবারের মেলার তৃতীয় দিনের বিক্রি তুলনামূলকভাবে কম- এ অভিমত অনন্যা প্রকাশনীর ইরাজ্জামান সরকারের। এ প্রসঙ্গে হুমায়ূন আজাদ বললেন, মেলা শুরু হওয়া উচিত হলে পথেলা ফেব্রুয়ারি। কিন্তু মেলা শুরু হয়েছে ২ তারিখ বিকেলে। দ্বিতীয় দিন (আব্বার ছিল হরতাল। সে অর্থে আজ (তাকাল) মেলার প্রথম দিন।

দুদিনজন প্রকাশকের কথা বাদ দিলে কাশকদের নতুন বই আনা এখনো লোডাবে শুরুই হয়নি। সবার এক কথা, জ চলছে। কারো কারো প্রথম বইটি দতে ৭/৮ ফেব্রুয়ারি হয়ে যাবে।

প্রবন্ধ, আত্মজীবনী, সাক্ষাৎকারভিত্তিক ক্ষ, অনুবাদ ইত্যাদি মিলিয়ে বেশকিছু গ্রন্থ ইতিমধ্যে মেলায় এসেছে। এর মাওলা ব্রাদার্স এনেছে মুহাম্মদ হাবিবুর ম্যানের 'কোরান শরীফের সরল নুবাদ', আহমদ শরীফের প্রবন্ধগ্রন্থ 'শ শতকে বাঙালি', 'সংস্কৃতি ভাবনা', 'সহাস ও সমাজচিত্তা', আবুল মাল দুল মুহিতের 'ইস্যু অব গভর্নেন্স ইল দেশ', মুনতাসীর মামুনের 'রাজাকারের (২য় খণ্ড), আগামী প্রকাশনী এনেছে দ শরীফের 'বদেশ অনেবা', জাতীয় প্রকাশন এনেছে সৈয়দ মনসুর

আহমেদের 'আবুল হাশিম : তার জীবন ও সময়' ঐতিহ্য এনেছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'আত্মপ্রতিকৃতি নয়', মোবাহ্বের আলীর অনুবাদ ঈক্লিলাসের 'আগামেমনন', পার্ল পাবলিকেশন এনেছে আনিসুল হকের 'মেঘের মেঘ ডুই আছিস বেশ', এ্যাডর্ন এনেছে আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'কাজী নজরুল ইসলাম : জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ' প্রভৃতি।

উপন্যাসের বিক্রি বরাবরের মতো এবারও ভালো। মাওলা ব্রাদার্স মেলায় এনেছে সেলিনা হোসেনের উপন্যাস 'কাঠ কয়লার ছবি', দিলারা হাশেমের 'হামেলা', মশিউল আলমের 'নাবিলা চরিত' ও ইমতিয়্যার শামীমের 'অন্ধ মেয়েটি জ্যেৎস্না দেখার পর'। এছাড়া মেলায় এসেছে ইমদাদুল হক মিলনের উপন্যাস 'খুঁজে পাওয়া', আনিসুল হকের 'জিম্মি', বুলবুল চৌধুরীর 'ইতুবৌদির ঘর' (পার্ল)।

মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের 'গল্পসমগ্র' ও দিলারা হাশেমের 'গল্প সংগ্রহ'। গতকাল অন্যপ্রকাশ মেলায় এনেছে হুমায়ূন আহমেদের 'নির্বাচিত গল্প'।

ইতিমধ্যে বইমেলায় বেশ কিছু শিশুতোষ গ্রন্থ এসেছে। কাকলী প্রকাশনী মুহাম্মদ নূরুল হুদার রূপকথার কাব্য ও জীবনীগ্রন্থ মিলিয়ে পুস্তিকা এনেছে ৮টি। মাওলা ব্রাদার্স সরদার ফজলুল করিমের 'গল্পের গল্প', মুহাম্মদ ইব্রাহিমের 'ছোটপ্রাণ ছোট কথা' সহ ৩টি, আবু কায়সারের 'পাতাল

পিশাচ' সহ দুটি বই, সাইদুজ্জামান রওশনের 'টবেসবম' মেলায় এনেছে। কাইজার চৌধুরীর শিশুতোষ গল্প 'চোরের গল্প ভূতের গল্প' ও উপন্যাস 'একাত্তরের একদিন' জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন গতকাল মেলায় এনেছে। পার্ল পাবলিকেশন বুলবুল চৌধুরীর 'কাজল রেখা', প্রফ এঘের 'সূর্য ও বাচ্চা ঘাসের গল্প', টোকন ঠাকুরের 'ফড়িঙের বোন', ইমতিয়্যার শামীমের 'নদী স্বপ্নে একদিন' সহ মোট ৯টি শিশুদের বই মেলায় এনেছে।

ভ্রমণ বৃত্তান্তের দুটো বই গতকাল মেলায় এসেছে। বই দুটো হলো বেদুইন সামাদের 'আকাশচুম্বী' (স্টুডেন্ট ওয়েজ) ও আবদুল্লাহ আবু সায়ীদেদের 'নিউইয়র্কের আড্ডায় ও অন্যান্য প্রবন্ধ'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর গতকাল মেলায় এসেছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। নতুন বইয়ের খবর জানতে চাইতে জানালেন, কী যে বেরবে শেষ পর্যন্ত নিজেই জানি না। পরে জানালেন, তার আত্মজীবনী 'কাল নিরবধি' প্রকাশিত হতে পারে। এটি এবং তার সম্পাদিত 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী' বের করবে সাহিত্য প্রকাশ। তার 'পুরনো বাংলা গদ্য' (নতুন সংস্করণ) মাওলা, 'মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ' সময় এবং সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ সংকলন' অবসরের বের করার কথা রয়েছে।

এবার ধূলি নিয়ে দুচার কথা। প্রফেসর হুমায়ূন আজাদকে ধূলি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই বললেন, আজতো ধূলির কুয়াশা, প্রথম দিন (উদ্বোধনী দিন) ছিল ধূলির মেঘ। প্রকাশক, লেখক, ক্রেতা, দর্শক সকলেই ধূলির ওপর ক্ষুণ্ণ, সেই ক্ষোভ গড়িয়ে পড়ছে বাংলা একাডেমীর চাতালে। কর্তৃপক্ষ কাল মেলা শুরু আগের কিছু অংশে জল ছিটিয়েছে। অথচ এই সত্য কেউই স্বীকার করতে নারাজ। পরপর তিনদিন মেলায় আসা গল্পকার আহমাদ মোস্তফা কামাল জানালেন, আধা কেজি ধুলো নিয়ে বাসায় ফিরি। রাতে শ্বাসকষ্ট হয়। আর এক বিক্রেতার ক্ষোভ, লোকে বই কিনবে কিভাবে? একটু দাঁড়িয়ে রয়ে সয়ে পছন্দের বইটা দেখতে পারলে তো। ষ্টলের সামনে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই নাকে রুমাল দিয়ে ছটি যান



আসা ৩টি বইয়ের প্রচ্ছদ